বুদ্ধির বাহাদুরি

হেলেনা খান

বুদ্ধির বাহাদুরি

নাটিকা

হেলেনা খান

Estd- 1949

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

ঢাকা-চট্টগ্রাম

www.nagorikpathagar.org

বুদ্ধির বাহাদুরি

নাটিকা

হেলেনা খান

প্রকাশক

এস এম রইসউদ্দিন

পরিচালক (প্রকাশনা)

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

চট্টগ্রাম অফিস ঃ

নিয়াজ মঞ্জিল ৯২২ জুবিলী রোড, চট্টগ্রাম। ফোন ঃ ৬৩৭৫২৩

ঢাকা অফিস

১২৫ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০। পিএবিএক্স ঃ ৯৫৬৯২০১/৯৫৭১৩৬৪

প্রকাশকাল ঃ ফেব্রুয়ারী/২০১১

মুদ্রাকর

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

১২৫ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।

পিএবিএক্স ঃ ৯৫৬৯২০১/৯৫৭১৩৬৪

প্রচ্ছদ

মহিউদ্দিন আকবর

মূল্য ঃ ৬৮.০০ টাকা

প্রাপ্তিস্থান

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

নিয়াজ মঞ্জিল ৯২২ জুবিলী রোড, চট্টগ্রাম

১২৫ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০

১৫০-১৫১ গভঃ নিউমার্কেট, আজিমপুর, ঢাকা, ফোন ঃ ৯৬৬৩৮৬৩

৩৮/৪ মান্নান মার্কেট (২য় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা, ফোনঃ ৭১৬৩৮৮৫

Buddir Bahaduree (Natika) : Written by Helena Khan, Published by S.M. Raisuddin, Director (Publication) Bangladesh Co-operative Book Society Ltd. 125, Motijheel Commercial Area, Motijheel, Dhaka-1000 and Niaz Manjil, 922 Jubilee Road, Chittagong-4000

Price : Tk. 68.00 ; US$ 3/- **ISBN 984-70241-0015-3**

www.nagorikpathagar.org

উৎসর্গ

আমার স্নেহাস্পদা ছাত্রী নাট্যকার
বেগম মমতাজ হোসেনকে
হেলেন আপা

www.nagorikpathagar.org

প্রকাশকের কথা

সাহিত্যের প্রতিটি অঙ্গনেই লেখিকা হেলেনা খানের স্বচ্ছন্দ বিচরণ! ছোট -বড় সবার জন্যই তিনি লেখনী ধারণ করেছেন। তাঁর প্রতিটি গ্রন্থই বাস্তব-অভিজ্ঞতা সঞ্জাত! শিশু-কিশোরদের জন্য তো বটেই বড়দেরও মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের আলোকে তাঁর লেখনী স্বচ্ছ, সুন্দর ও যথার্থ। লেখিকার প্রতিটি গ্রন্থেই উপস্থাপন, সহজ-সরল ভাষা, শব্দশৈলীর বাবহার আর ঘটনার অপূর্ব ধারাবাহিকতায় তাঁকে সার্থক সাহিত্যিক করে তুলেছে যার সঠিক মূল্যায়ন করা হয়েছে তাঁকে বিভিন্ন সাহিত্য পুরস্কারসহ বাংলাদেশ শিশু একাডেমী, বাংলা একাডেমী ও একুশে পদক পুরস্কার প্রদানের মাধ্যমে।

আমাদের প্রকাশনা বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিমিটেডে তার পাঁচটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে।

তাঁর প্রথম শিশুতোষ গ্রন্থ উপন্যাসের আঙ্গিকে চিত্রিত মক্কা, মদীনা ও জেদ্দার আকর্ষণীয় ভ্রমণকাহিনী- স্বপ্নের দেশ নবীর দেশ। চতুর্থ সংস্করণের প্রকাশিত গ্রন্থটি সবিশেষ পাঠক নন্দিত হয়েছে। তাঁর দ্বিতীয় গ্রন্থটি "ইসলামের প্রথম মুয়ায্যিন হযরত বেলাল (রাঃ) এর জীবন রচিত। বহুল পঠিত এই গ্রন্থটিও চতুর্থ সংস্করণে সমৃদ্ধ। লেখিকা হযরত বেলাল (রাঃ) এর অত্যুজ্জল জীবনীটি লিখে আমাদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সম্মুখে ইসলামের ঔদার্য ও মাহাত্মা তুলে ধরেছেন।

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিমিটেডের তাঁর পরবর্তী গ্রন্থ- গল্পগ্রন্থ সাতটি রঙের রংধনু। এ গ্রন্থে সাতটি রঙের সংমিশ্রণ ঘটেছে। প্রতিটি গল্পের রং পৃথক, রূপ আলাদা ও স্বাদ ভিন্ন।

নবী ইউনুস (আঃ) এর জীবনী তাঁর পরবর্তী গ্রন্থ। মহান আল্লাহতায়ালা যুগে যুগে ইসলাম ধর্ম প্রচার, প্রতিষ্ঠা ও বিভ্রান্ত লোকদের সত্যের সন্ধান দেবার জন্য নবী-রসূল প্রেরণ করেছেন। নবী ইউনুস (আঃ) এরকম একজন বিখ্যাত নবী। গ্রন্থটি লেখিকা শিশু-কিশোরদের

www.nagorikpathagar.org

মন ও মানসিকতার আলোকে পবিত্র ক্বোরআন মজীদের বিভিন্ন আয়াত থেকে উপাদান সংগ্রহ করে তাদের জন্য আকর্ষণীয় করে লিখেছেন।

২০১১ সনের ফেব্রুয়ারিতে তিনি আমাদের প্রকাশনীর মাধ্যমে ছোটদের উপহার দিয়েছেন একটি চমৎকার নাটিকা- বুদ্ধির বাহাদুরি। রূপকথার আমেজে উপস্থাপিত এই নাটিকাটিতে তিনি একটি গ্রাম্য কিশোরের বুদ্ধি-দীপ্তির পরিচয় ও প্রকরণ বিশ্লেষণ করেছেন হাস্য রসাত্মক সংলাপের মাধ্যমে। ধূর্ত ও অসৎ অনেক বয়োজ্যেষ্ঠ আছে যারা কনিষ্ঠদের নির্বোধ মনে করে তাদের সাথে প্রতারণা করতে চেষ্টা করে, শেষ পর্যন্ত নিজেরাই কীভাবে হেনস্থা হয় তার একটি চমৎকার আলেখ্য লেখিকা চিত্রিত করেছেন এই নাটিকাটিতে। সুবোধ ও বুদ্ধিমান শিশু-কিশোরেরা তাদের বুদ্ধি ও সততার জন্য পুরস্কৃত হওয়া উচিত এ বিষয়টিও লেখিকা নাটিকার শেষ অংশে বিধৃত করেছেন গল্পের বুদ্ধিমান কিশোর নায়ককে শাহানশা বাদশার মহা মূল্যবান পুরস্কার তথা, বাদশার প্রধান উপদেষ্টার সম্মানিত পদটি প্রদান করে। এক কথায় বলা চলে সার্বিকভাবে নাটিকাটির যথার্থ উত্তরণ ঘটেছে।

(এস এম রইসউদ্দিন)
পরিচালক প্রকাশনা
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

www.nagorikpathagar.org

বুদ্ধির বাহাদুরি

পরিচয়

বে-আক্কেল আলী	পনেরো-ষোল বছরের গ্রাম্য কিশোর,
মুরগিওয়ালা	মাঝারি বয়সের গ্রামের লোক।
প্রথম পাহারাদার	(সেই দেশের বাদশার)
দ্বিতীয় পাহারাদার	(সেই দেশের বাদশার)
বাদশা	বহু বছর আগের কোনো এক স্থানের।
সভাসদগণ	
পোশাক -পরিচ্ছদ	

বে-আক্কেল আলীর পরনে পাজামা, গায়ে সুন্দর ডোরাকাটা হাফ শার্ট, পায়ে কেম্বিসের জুতা ।

মুরগিওয়ালার পরনে লুঙ্গি, গায়ে ফতুয়া ও বাঁ হাতে বাঁধা বড় একটা তাবিজ।

পাহারাদারদের পরনে খাকি আঁটসাট ফুলপ্যান্ট, গায়ে হাফ-হাতা লাল শার্ট, মাথায় নীল পাগড়ি ও কোমরে কালো বেল্ট।
বাদশা ও সভাসদদের পোশাক পুরাকালের রাজা বাদশা ও সভাসদদের মতো।
বাদশার মাথায় মুক্তাখচিত পাগড়ি, গলায় কয়েক লহর মুক্তার মালা ও হাতে মুক্তার বালা।

সময়	রোদ রাঙা এক সকাল।
স্থান	বনের ভেতর একটি পথ। দু পাশে গাছপালা। একদিকে একটা কাটা গাছের বড় টুকরা পড়ে আছে।

www.nagorikpathagar.org

১ম দৃশ্য

পর্দা ওঠার পর উইংস্‌এর এক দিক থেকে হাসিমুখে লাফিয়ে লাফিয়ে বাঁশি (যে কোনো ধরনের বাঁশি) বাজাতে বাজাতে বে-আক্কেল আলীর স্টেজে (ডালপালা শোভিত গ্রামের একটি পথ) প্রবেশ।

বাঁশি বাজাতে বাজাতে দু এক চক্কর লাফিয়ে স্টেজের মাঝ খানে এসে থামে। চারদিকে ভালভাবে তাকিয়ে স্বগতোক্তি ঃ ওঃ ! এই পৃথিবীটা কী সুন্দর! ওঃ কী সুন্দর বন! কী চমৎকার গাছপালা! (উইংসএর বাঁ দিকে তাকিয়ে) ওদিকে ফুলে ফুলে ছেয়ে যাওয়া কী অপরূপ ঝোপঝাড়ে প্রজাপতি রঙিন পাখা মেলে উড়ছে! আর ফুলের মিষ্টি গন্ধ! সবুজ মখমল ঘাস, পাকা ধানের বোঝাই ক্ষেত; হলুদ

www.nagorikpathagar.org

সরষে ফুলে ছাওয়া কী সুন্দর দৃশ্য! সাদা, গোলাপি ও বেগুনি ফুলে বোঝাই শিমের জাংলা, কী অপরূপ!

(ডান দিকে ফিরে) সাগর! কী বিশাল সাগর তুমি! তোমার তীরে কত ঝিনুক! আর ঝিনুক ভরা মুক্তো আর মুক্তো! সূর্যের আলোয় ঝিলমিলে ওই বালুকণা হীরের মতো জ্বলজ্বল করছে! চোখ ধাঁধানো দ্যুতি ছড়াচ্ছে! (পেছন ফিরে হাত দিয়ে দেখিয়ে) আর ওদিকে কত উঁচু পাহাড়! আর কত ধরনের বন্য পশু-পাখি! (কয়েকবার পেছন দিকে ভালভাবে ঘুরে ফিরে দেখে তারপর স্টেজের মধ্যে দাঁড়িয়ে) এ সবই আমার! এ আমার দেশ! আমি যেখানে খুশি যেতে পারি, যেখানে খুশি থাকতে পারি!

(দর্শকদের দিকে তাকিয়ে) পিছুটান? আমার আর এখন পিছুটান নেই। কেন নেই? আমার জন্মের সাথে সাথেই মা মারা গেছেন সেই পনেরো বছর আগে। বাবার কোলে আমি মানুষ। তিনিও এ বছর আমাকে ছেড়ে এ দুনিয়া থেকে চলে গেছেন। (দীর্ঘশ্বাস)।

(এরপর স্টেজের এদিক ওদিক তাকিয়ে একটু পিছিয়ে গিয়ে পেছনের পাহাড়ের দিকে উঁকি মেরে ভাল করে দেখে নিয়ে)

ঃ আরে! দূরে—ওই অনেক দূরে মস্ত বড় একটা বাড়ি দেখা যাচ্ছে যে! মনে হচ্ছে ওটা কোনো প্রাসাদ! খুব সুন্দর! (হঠাৎ উৎকর্ণ হয়ে পথের এক দিকে দেখিয়ে) এই যে, এ পথে কে যেন আসছে না? হ্যাঁ, তাই তো মনে হচ্ছে! (হাসি মুখে) ভালই হলো! এই বনের মধ্যে একজন সাথি পাওয়া গেল। যে লম্বা পথ! যাহোক, এখানে একটু অপেক্ষা করা যাক!

www.nagorikpathagar.org

(গাছের কাটা গুঁড়িতে বসে আস্তে আস্তে বাঁশি বাজাতে থাকবে। মুরগিওয়ালার প্রবেশ। কাঁধে তার একটা মাঝারি আকারের কাঠের বাক্স। সে একটা গামছা দিয়ে তার মুখ ও কপালের ঘাম মুছছে। মনে হচ্ছে বাক্সটা বহন করতে তার কষ্ট হচ্ছে। মুখে তার বিরক্তির কুঞ্চন!

(বে-আক্কল আলী তার কাছে গিয়ে নরম স্বরে)

বে-আক্কেল আলীঃ আস্‌সালামু আলাইকুম জনাব !

(মুরগিওয়ালা তার কথার উত্তর না দিয়ে চলতে থাকবে। বে-আক্কেল আলী তার সাথে পেছন পেছন চলে।)ঃ জনাব, আমি কি আপনাকে সাহায্য করতে পারি? মনে হচ্ছে আপনার কাঁধের বাক্সটা খুব ভারি,

www.nagorikpathagar.org

যদি দেন, তবে আমি খুশি হয়েই ওটা বহন করতে পারি। (একটু থেমে) তা, ওটার ভেতর কী আছে জনাব?

মুরগিওয়ালা (বে-আক্কেল আলীর প্রতি তীক্ষ্ণ ও ক্রুদ্ধ দৃষ্টি মেলে) ঃ তাতে তোমার কী হে ছোকরা? এখানে তোমার জন্য কিছু নেই।

বে-আক্কেল আলী (দুঃখিত হয়ে) না, জনাব ! আমি আমার জন্য কিছু আছে ভেবে প্রশ্ন করি নি। বাক্সটা আপনার বইতে কষ্ট হচ্ছে দেখে– যাক গে জনাব, কিছু মনে করবেন না।

(বে-আক্কেল আলী অন্যমনস্কভাবে নিজের পকেট নাড়তে নাড়তে স্বগতোক্তি)

www.nagorikpathagar.org

ঃ কী দরকার আমার গায়ে পড়ে অন্যের উপকার করতে যাওয়ার? বেচারার কষ্ট হচ্ছিল বলে আমি একটু সাহায্য করতে চেয়েছিলাম। তা উনি তা চান না। রেগে গেছেন! যাক গে – আমার কী!

(বে-আক্কেলের পকেটে টাকার শব্দ শুনে মুরগিওয়ালা ফিরে তার কাছে এল। বাক্সটা নামিয়ে নরম স্বরে)ঃ ওহে বাছা শোনো! একটু সবুর করো।

বে-আক্কেল-আলী। (ফিরে, নরম সুরে)ঃ জনাব, আপনি কি আমাকে কিছু বলছেন?

মুরগিওয়ালাঃ আমার মনে হলো তোমার দু পকেট ভরতি টাকা! শব্দ শুনলাম–ঝনঝন, ঝনঝন!

বে-আক্কেল আলীঃ জ্বি টাকার শব্দ ওরকমই হয়ে থাকে। ঝনঝন ---ঝনঝন! (পকেট থেকে কয়েকটা রুপার টাকা বের করে দেখালো) ঃ তা জনাব, আপনি কি কিছু টাকা চান?

মুরগিওয়ালা (কপট ভঙ্গিতে)ঃ না, না ! আমি কেন বাছা তোমার টাকা চাইব? আসলে কী জান বাছা, আমি তোমার কথা ভাবছিলাম তুমি একেবারেই একা, তার ওপর ছেলে মানুষ! এভাবে টাকা নিয়ে পথ চললে ঠগ, জোচ্চোর বা চোর-ডাকাতের হাতে পড়তে পার কিনা! তাই ভাবছিলাম–

বে-আক্কেল ঃ আমার জন্য ভেবে আপনি মানসিক কষ্ট পাবেন না জনাব! ঠগ জোচ্চোরেরা আমাকে ফাঁকি দিয়ে টাকা নিতে পারবে না আর ডাকাতরাও আমার সাথে পেরে উঠবে না। এই দেখছেন জন আমার দুই হাতের কব্জি ও মাংসপেশি! (দেখাবে)।

www.nagorikpathagar.org

মুরগিওয়ালাঃ (অন্যদিকে ফিরে, দর্শকদের দিকে তাকিয়ে স্বগতোক্তি) বটে, ছেলেটার গায়ে অনেক শক্তি আছে বলেই মনে হয়! (সরবে)ঃ তা বাছা, তোমার নামটা কী জানতে পারি?

বে-আক্কেলঃ নিশ্চয়ই জনাব, আমার নাম বে-আক্কেল আলী।

মুরগিওয়ালা (হঠাৎ খুব খুশি হয়ে যায়। খুশিতে তার দু চোখের তারা নেচে ওঠে। দর্শকদের দিকে তাকিয়ে স্বগতোক্তি)ঃ এই বোকাটার কাছ থেকে টাকাটা মেরে দেয়া কিছুমাত্র কঠিন কাজ হবে না। (এরপর বে-আক্কেল আলীর দিকে ফিরে সরবে) ঃ তা, বে-আক্কেল মিয়া, কে তোমার এমন নাম দিয়েছে?

www.nagorikpathagar.org

বে-আক্কেল ঃ মিয়া নয়, আলী। আমার মা-বাবা এ নাম দিয়েছেন, কারণ– মুরগিওয়ালা (সব দাঁত বের করে হেসে)ঃ বুঝেছি, বুঝেছি বাছা! তোমার মা বাবা কেন তোমাকে এ নাম দিয়েছেন!

(স্টেজের দিকে এগিয়ে এসে অত্যধিক খুশি হয়ে স্বগতোক্তি)

ঃ গায়ে শক্তি থাকলে কী হবে! নিশ্চয়ই এ ছোকরা একটা ভ্যাবলা! বোকার হদ্দ! ওঃ! আমার কপাল ভাল! খুবই ভাল! হাবলার কাছ থেকে অতি সহজেই টাকাগুলো গাপ মেরে নেয়া যাবে! (বে-আক্কেলের দিকে ফিরে সরবে)ঃ তোমার নাম বে-আক্কেল আলী! চমৎকার নাম! তা, তোমার অন্য কোনো নাম নেই?

বে-আক্কেলঃ আছে। তবে আমি এ নামেই পরিচিত।

মুরগিওয়ালাঃ বেশ, বেশ, খুব চমৎকার নামে তুমি পরিচিত হয়েছ! তা বৎস বে-আক্কেল আলী, কিছু মনে করোনা! একটা কথা জিজ্ঞেস করি?

বে-আক্কেলঃ একটা কেন, হাজারটা কথা আপনি জিজ্ঞেস করতে পারেন!

মুরগিওয়ালাঃ বাহ্, বেশ, বেশ! তা, তুমি দু পকেট ভরতি এত টাকা কোথায় পেলে?

বে-আক্কেলঃ কোথায় মানে? কী ভেবেছেন আপনি? আমি কি টাকাগুলো চুরি করে এনেছি? এ্যাঁ! চুরি করে? জ্বি-না, জ্বিনা সাহেব, টাকাগুলো আমি চুরি করে আনি নি। টাকা কেন, কারো গাছের একটা মরা পাতাও আমি ছুঁয়ে দেখি না। বরঞ্চ আমি কী করি জানেন

www.nagorikpathagar.org

জনাব? চোর ডাকাত দেখলে ধরিয়ে দেই, বাদশার কোটালের কাছে ধরিয়ে দেই!

মুরগিওয়ালাঃ (কপট ভঙ্গিতে) সত্যি? অ, বাবারে!

বে-আক্কেলঃ তা জনাব, জানতে চেয়েছিলেন না আমি এত টাকা কোত্থেকে পেয়েছি? পেয়েছি আমার বড় দুই ভাইয়ের কাছ থেকে। বুঝলেন, বড় দুই ভাইয়ের কাছ থেকে।

মুরগিওয়ালাঃ তা, তোমার দুই ভাই তোমাকে এত টাকা দিয়ে দিলেন?

বে-আক্কেলঃ কেন দেবেন না? আমার বাবার রেখে যাওয়া সম্পত্তি থেকে আমার অংশটা তাঁরা বুঝিয়ে দিয়েছেন। দিয়ে বলেছেন, যাও, ঘরে বসে না থেকে এ টাকা নিয়ে ভাগ্যের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ো! এ পৃথিবীটা এখন তোমার হাতের মুঠোয়, বুঝলে? (মুরগিওয়ালার কাছে সরে এসে) কথাটা খুবই সত্যি, তাই না জনাব? (চারিদিকে তাকিয়ে) ওঃ! পৃথিবীটা সত্যি কত ছড়ানো! আর কত সুন্দর! তাই না?

মুরগিওয়ালাঃ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই! এত বড়, আর এত সুন্দর পৃথিবী! অথচ কী কাণ্ড দেখ, তুমি আর আমি ছাড়া এটা কেউই লক্ষ্য করে নি!

বে আক্কেল ঃ তা বটে, তা বটে! আপনার কথা শতকরা এক শ ভাগই সত্যি!

মুরগিওয়ালাঃ তা বাছাধন, এই পৃথিবীতে তো কত কিছুই আছে সুন্দর সুন্দর! আমার এই বাক্সটার মধ্যেই একটা অত্যন্ত সুন্দর জিনিস আছে যা দেখে তুমি একেবারে হাঁ হয়ে যাবে! আমার কাছ

www.nagorikpathagar.org

থেকে এটা এক্ষণই কিনে নেবার জন্য রীতিমতো পীড়াপীড়ি শুরু করবে!

বে-আক্কেলঃ নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই জনাব, আপনি যখন বলছেন, তা অত্যন্ত সুন্দর না হয়েই যায় না! আর এখন আমার পকেট ভরতি টাকা আর টাকা! টাকা তো ভাল এবং সুন্দর জিনিস কেনা-কাটা করবার জন্যই! ঠিক কিনা!

মুরগিওয়ালাঃ (পাশে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে স্বগতোক্তি) ঃ বাস, কেল্লা ফতে! ওষুধ ধরে গেছে! বুক্কুসটা কিছু না দেখেই পছন্দ করে ফেলেছে! তাহলে দাম একটা যা ধরব কিনা! এক্কেবারে দশগুণ! (সরবে) তা, এস বাছা, এদিকে এস! (বাক্সের ডালা খুলে) দেখ, কী

www.nagorikpathagar.org

সুন্দর একটা মুরগি! আমি হলফ করে বলতে পারি, এত সুন্দর মুরগি তুমি আগে কোথাও নিশ্চয়ই দেখো নি!

বে-আক্কেল (মুরগিটা দেখে)ঃ জ্বি, আপনি ঠিকই বলেছেন। ধবধবে সাদা, মোটা তাজা খুব সুন্দর মুরগিটা আপনার! এত সুন্দর মুরগি আমি আগে কখনো দেখিনি! অদ্ভুত সুন্দর! সাদার মধ্যে আবার লাল ফুটি!

মুরগিওয়ালাঃ হ্যাঁ, সেজন্যেই তো এটা আমি বাক্সে করে নিয়ে যাচ্ছি। খোলা রাখলে কেউ না কেউ কেড়ে নিয়ে যেতে পারে!

(দূরের এক দিক দেখিয়ে) ওই যে দেখছ পাহাড়ের ওপর বিরাট একটা প্রাসাদ, ওখানকার বাদশার কাছে আমি একটা বিক্রি করতে যাচ্ছিলাম। তা, তুমি বাছা খুবই ভাল মানুষ! তোমাকে আমার খুব পছন্দ হয়েছে!

বে-আক্কেল ঃ আপনাকেও আমার খুব পছন্দ হয়েছে। তাই আপনার মুরগিটা আমিই কিনব। তা, মুরগিটার দাম কত জনাব?

মুরগিওয়ালাঃ দাম? দাম তো এটার পাঁচ শ টাকা হবেই! তবে তোমার জন্য দু শ। মাত্রই দু শটি টাকা!

বে-আক্কেলঃ কী বললেন? দু শ! বিশ টাকার মুরগি আপনি দু শ টাকা চাচ্ছেন?

মুরগিওয়ালাঃ দেখছ না কেমন বাহারের মুরগিটা আমার! বাদশার লোক দেখলেই খপ করে এটা তুলে নেবে, আর টুক করে পাঁচ শটা টাকা ফেলে দেবে!

বে-আক্কেলঃ (পাশে গিয়ে দর্শকদের দিকে তাকিয়ে) হুঃ! নামটা আমার বে-আক্কেল আলী বলে ব্যাটা আমাকে সত্যি বে-আক্কেল মনে

www.nagorikpathagar.org

করছে! উঁহু! আর যাই হোক, নামের সাথে আমার মাথার একটুও মিল নেই, তা একটু পরেই মুরগিওয়ালা বাড়িতে গিয়েই তা বুঝবেন! (মুরগিওয়ালার দিকে ফিরে স্বগতোক্তি)ঃ আপনাকে আমি ডান পকেটের রুপোর টাকা দেবো আঠারটি আর বাকি অনেকগুলো দেবো তামার পয়সা, যা আসলে মুরগির দাম যা হবে, তা-ই আপনি পাবেন। (সরবে) এই যে জনাব, আপনার মুরগির দাম নিন! (রুপার টাকা দেখিয়ে, পকেটে থেকে থলে বের করে ঝনঝন শব্দ তোলে। (মুরগিওয়ালা খপ করে টাকার থলেটা ধরে নিয়ে হনহন করে সামনের দিকে হাঁটতে শুরু করে।)

বে-আক্কেল আলীঃ (পেছন থেকে)ঃ ওকি জনাব, গুণে নিলেন না? অবশ্য না গুনলেও চলবে! আপনার মুরগির ঠিক ঠিক দামই কিন্তু আমি দিয়ে দিয়েছি! একটুও ঠকাই নি জনাব!

(মুরগির বাক্স নিয়ে হাসতে হাসতে এগিয়ে যায়)

বে-আক্কেল আলীর স্বগতোক্তিঃ লোককে ঠকানো খুবই খারাপ! অন্যায়! তবে উচিত শিক্ষাটা না দেয়াও বোকামি! জনাব মুরগিওয়ালা! আমাকে বোকা ঠাউরে খুব বড় রকম একটা দাও মারতে চেয়েছিলেন! হুঁ হুঁ ! বাড়িতে গিয়ে বুঝবেন কে বোকা আর কে চালাক! তবে হ্যাঁ, আবারও বলছি, আপনাকে আমি একটুও ঠকাই নি জনাব!

www.nagorikpathagar.org

২য় দৃশ্য

জঙ্গলের মধ্যে পথ। পথের দু ধারে সুন্দর গাছপালা ফুলে ফুলে ভরা। বে-আক্কেলঃ (কাঁধে মুরগির বাক্স। ডান হাতে বাঁশি বাজাতে বাজাতে স্টেজে প্রবেশ। কিছুটা এগিয়ে গিয়ে)ঃ ওই তো দূর থেকে দেখা যাচ্ছে রাজপ্রাসাদ! যাই, মুরগিটা বাদশাকে উপহার দিয়ে আসি! (এগিয়ে চলেছে, হঠাৎ বাদশার পাহারাদার এসে তাকে থামায়।)

১ম পাহারাদারঃ এই যে, এই যে তাগড়া জোয়ান ছোকরা! কোথায় চলেছ? বলি চলেছ কোথায়?

www.nagorikpathagar.org

বে-আক্কেলঃ আস্‌সালামু আলাইকুম পাহারাদার সাহেব! চলেছি, মানে আমি ওই রাজপ্রাসাদে যাচ্ছি! মহামান্য বাদশার সাথে মোলাকাত করব।

১ম পাহারাদারঃ রাজপ্রাসাদে যাচ্ছ? বাদশার সাথে মোলাকাত করবে? তুমি কি মনে কর, তুমি ইচ্ছেমতো সরাসরি হেঁটে রাজপ্রাসাদে চলে যাবে, আর বাদশার সাথে দেখা করবে?

বে-আক্কেলঃ জ্বি, আমি তো তাই মনে করি। কেন না, আমি তো তাই জানি।

১ম পাহারাদারঃ তা, অত বকবক না করে বলেই ফ্যালো কেন তুমি তাঁর সাথে দেখা করতে চাও?

বে-আক্কেলঃ আমি বাদশাকে একটা উপহার দিতে চাই। আর সেজন্যেই–

১ম পাহারাদারঃ (খুব খুশি হয়ে) উপহার? তাহলে অবশ্য ভিন্ন কথা! সে কথা আগে বলো নি কেন? আসলে কী জানো, বাদশার জন্য যে যা-ই উপহার আনে না কেন, তার অর্ধেক পাওনা হয় আমার।

বে-আক্কেলঃ তাই নাকি?

১ম পাহারাদারঃ তা নয়তো কী!

বে-আক্কেল ঃ তা, এ বিষয়ে কোনো লিখিত আইন আছে জনাব?

১ম পাহারাদারঃ তুমি তো দেখছি আচ্ছা ওস্তাদ মিয়া! আমার কথাই তো আইন! যদি অর্ধেক উপহার আমাকে দিতে পার, তবে বাদশার সাথে দেখা করতে পারবে, নইলে নয়।

www.nagorikpathagar.org

বে-আক্কেলঃ না, না জনাব, তাই কি কখনো হয়? আপনার কথাই যখন আইন, আপনাকে অর্ধেক উপহার না দেয়া চলে? তা জনাব, (বাক্সটা কাঁধ থেকে নামিয়ে) আমি যদি আগে জানতাম তাহলে এই উপহারটা আনতাম না। অন্য রকম উপহার কিনে আনতাম!

১ম পাহারাদারঃ দেখি, কী উপহার তুমি কিনে এনেছ?

বে-আক্কেলঃ একটা মুরগি। খুব সুন্দর মুরগি! ধবধবে সাদা। সাদার ওপর লাল ফুটি ফুটি! (বে-আক্কেল আলী বাক্সের ডালা খুলে দেখায়।)

১ম পাহারাদারঃ ওঃ, চমৎকার মুরগি! অতি সুন্দর মুরগি! আর বেশ মোটা তাজা! একটা খাসির গোশতের মতো আন্দাজ এটার গোশত হবে। ওঃ। খেতে যা মজাদার হবে কিনা! (জিবের পানি টেনে) কিন্তু

www.nagorikpathagar.org

---- কিন্তু মুরগিটা তো আর অর্ধেক করা যাবে না! তা, যা হোক, তুমি মুরগিটা নিয়ে শাহানশার কাছে যাও! আমি জানি তিনি এ অদ্ভুত সুন্দর তাজা মুরগিটা পেয়ে খুবই খুশি হবেন, আর সাথে সাথেই তোমাকে অনেক টাকা পয়সা, মণি মুক্তা উপহার দেবেন! (খুশিতে লাফিয়ে উঠে) নিশ্চয়ই দেবেন! তুমি ফেরবার সময় আমাকে তার অর্ধেক দিয়ে যাবে ক্যামন? এই চুক্তি। ঠিক তো?

বে-আক্কেল ঃ ঠিক, ঠিক, ঠিক! এই চুক্তিই ঠিক।

১ম পাহারাদারঃ (নিজের জায়গায় যেতে যেতে) দেখো, বে-আক্কেল মিয়া-

বে-আক্কেলঃ জ্বি, আমার নাম বে-আক্কেল আলী! মিয়া বলবেন না।

১ম পাহারাদারঃ ওই হলো, একই কথা! তা শোনো, মনযোগ দিয়ে শোনো বে-আক্কেল আলী মিয়া, তুমি না ফেরা পর্যন্ত আমি ওই খানে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকব! তুমি কিন্তু আমার সাথে চালাকি করতে চেষ্টা করো না! বে-আক্কেল আলীর জায়গায় আক্কেল আলী হতে চেষ্টা করো না, বুঝলে?

বে-আক্কেল ঃ (ঘাড় কাত করে প্রায় মাটির সাথে লাগিয়ে দিয়ে) জ্বি, জ্বি জনাব, মন বলেন, অন্তর বা অন্তঃকরণ, কিংবা হৃদয় –যাই বলেন না কেন, তার ওপর একেবারে সেঁটে লিখে রাখব যে অর্ধেকটা পাহারাদার সাহেবের। (১ম পাহারাদার স্টেজের এক কোণে শাহী পাহারাদারের ভঙ্গিতে স্থির হয়ে দাঁড়াবে)।

বে-আক্কেল আলী ঃ বাঁশি বাজাতে বাজাতে এগোতে থাকবে। স্টেজের পর্দা পড়ে, কিছুক্ষণের মধ্যেই ফের তা উঠে যাবে। এ সময়ে পথের দু পাশের গাছপালা অন্য রকম থাকবে। পর্দা উঠলে

www.nagorikpathagar.org

দেখা যাবে বে-আক্কেল আলী আগের ভঙ্গিতে কাঁধে মুরগির বাক্স নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। এবার সামনে এসে দাঁড়ায় ২য় পাহারাদার)

২য় পাহারাদারঃ থামো! থামো হে তাগড়া জোয়ান ছোকরা! তুমি কি জান, কোথায় তুমি যেতে চাচ্ছ?

বে-আক্কেল আলীঃ জ্বি, তসলিম জনাব পাহারাদার সাহেব! আমি এই উপহারটা নিয়ে শাহানশার কাছে যাচ্ছি।

২য় পাহারাদারঃ কিন্তু তুমি কি মনে করো, যে কেউ ইচ্ছে হলেই শাহানশার সাথে দেখা করতে পারে?

বে-আক্কেল আলীঃ রাজপথের ওই প্রথম পাহারাদার আমাকে প্রাসাদে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন, কেন না, আমি শাহানশাকে এই এটা উপহার দেবো। (বাক্সটা দেখাবে)

২য় পাহারাদারঃ সে নিশ্চয়ই অনুমতি দিয়েছে গেট দিয়ে ঢুকতে। কিন্তু রাজপ্রসাদের দরজা দিয়ে ঢুকতে হলে আবার আমার অনুমতি লাগবে!

বে-আক্কেল আলীঃ তাহলে অনুমতিটা দিয়ে দিন জনাব!

২য়-পাহারাদারঃ আরে এ তো দেখছি খুব চালাক চতুর, ঝানু আক্কেলয়ালা একজন লোক!

বে-আক্কেলঃ জ্বি-না, আমি একটা বোকা-সোকা, গাধা মানুষ জনাব! মা-বাবা তাই আমার নাম রেখেছেন বে-আক্কেল আলী।

২য় পাহারাদারঃ বে-আক্কেল আলী? তা, বে-আক্কেল আলী, তোমার সাথে সাফসুফ কথা, তুমি বাদশাকে যা দেবে বলে এনেছ, প্রথমে আমাকে তার অর্ধেক দিয়ে যেতে হবে!

বে-আক্কেলঃ (বাক্সের ডালা খুলে) কিন্তু জনাব, আমার উপহার তো এই তরতাজা একটা মুরগি। এটার অর্ধেক আপনাকে দিয়ে, বাকিটা

www.nagorikpathagar.org

শাহানশার কাছে নিয়ে গেলে, সেটা কি ভাল দেখাবে? আপনিই বলুন, ভাল দেখাবে?

২য় পাহারাদারঃ (থুতনিতে হাত ঘষে, আক্ষেপসূচক শব্দ করে) নাঃ! অর্ধেক মুরগি শাহানশাকে উপহার দেয়াটা ভাল দেখাবে না। (হঠাৎ ভয় পাওয়ার ভঙ্গিতে) তা ছাড়া, তা ছাড়া বাদশা নামদার তোমাকে জিজ্ঞেসই করে ফেলবেন, বাকি অর্ধেকটা মুরগি তুমি কাকে দিয়েছ? (স্বগতোক্তি) এই সেরেছে, তাহলেই গেছি! (সরবে) যা হোক, তুমি আস্ত মুরগিটা নিয়েই প্রাসাদে ঢোকো এবং গোটা মুরগিটাই বাদশাকে উপহার দিয়ে দাও! আমি ঠিক জানি, বাদশা বদলায় তোমাকে টাকা-পয়সা বা দামি অনেক কিছু অবশ্যই দেবেন!

বে-আক্কেলঃ (মাথা নুইয়ে) জ্বি, জ্বি, দেবেন, দেবেন! নিশ্চয়ই দেবেন! হাজার হলেও পাহারাদার থুরি! ভুলে গেছি, আপনার মতো একজন হবু রাজা-বাদশার কথা তো!

২য় পাহারাদারঃ না, না, থুরি বলছ কেন? বলা তো যায় না, এভাবে টাকা-পয়সা মণি-মুক্তা, হীরে জহরত জমাতে জমাতে আমিও একদিন রাজা-বাদশা হয়ে যেতে পারি!

বে-আক্কেলঃ (রঙ্গ করে) তা জনাব, ভবিষ্যতের শাহানশা বাহাদুর! আপনি এই ভাবে টাকা রোজগার করে এককালে বাদশা হতে চান? তাহলে তো কারাগারের সবাই এক একজন বড় বাদশা হয়ে যেত!

২য় পাহারাদারঃ আরে, এ তো দেখছি বে-আক্কেল টে-আক্কেল কিছুই না! এ একটা শেয়ালের চেয়েও বেশি চালাক আর ধূর্ত!

বে-আক্কেলঃ না, না জনাব, আমার সাথে শেয়ালের তুলনা করে বুদ্ধিমান ওই প্রাণীটাকে ছোট করবেন না! কাণাঘুষায় এই কথা ওরা জানতে পারলে, অপমানে ওরা আর চুরি করতে যাবে না। ফলে আপনাদেরই ভীষণ ক্ষতি হয়ে যাবে!

www.nagorikpathagar.org

২য় পাহারাদারঃ আমাদের ক্ষতি? কী রকম? ক্ষতিটা কী রকম?

বে-আক্কেলঃ শেয়ালরা যদি মুরগি চুরি না করে, তবে মুরগিওয়ালারা লাফিয়ে লাফিয়ে টাকার পাহাড়ে উঠে যাবে!

২য় পাহারাদারঃ তার মানে? মানেটা কী হলো?

বে-আক্কেল আলীঃ মানেটা তো খুবই সোজা! শেয়ালরা মুরগি নেবে না। তাতে মুরগিওয়ালাদের মুরগি সব বেঁচে যাবে। মুরগিরা ডিম পাড়বে, সেই সব ডিম থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে, হাজার হাজার মুরগি বের হবে। মুরগি আর ডিম! ডিম আর মুরগি! বিক্রি করে মুরগিওয়ালারা বিরাট বড়লোক হয়ে যাবে! বড়লোক হয়ে তারাই তখন এই আপনাদের এখনকার মতো অনেক মুরগিওয়ালাকে ভাল বেতনে পাহারাদার রাখবে। মুরগিওয়ালারা পাহারাদার হলে আপনাদের সম্মান হানি হবে না?

২য় পাহারাদারঃ কী আজেবাজে বকছো ! মুখে যা-ই আসছে তা-ই বলে যাচ্ছ? জানো? এ ধরনের কথা বললে তোমাকে বাদশার সাথে দেখাই করতে দেবো না!

বে-আক্কেল (ফিরে যেতে উদ্যত হয়ে)ঃ তাহলে চলি পাহারাদার সাহেব! বাদশার সাথে যখন দেখাই করতে দেবেন না, তবে আর দাঁড়িয়ে থেকে লাভ কী? যাই, বাজারে গিয়ে মুরগিটা চড়া দামে বিক্রি করে পকেট ভরতি টাকা নিয়ে ঘরে ফিরি ! কাউকে ভাগ দিতে হবে না!

২য় পাহারাদারঃ (পথ রোধ করে) সে কী কথা! তুম ফিরে যাবে কী গো? তোমার মতো লোককে যে কিনা এমন চমৎকার মুরগিটা উপহার নিয়ে এসেছে, তাকে বাদশার সাথে দেখা করতে দেবো না, এটা কি কখনো হতে পারে? ও তো আমি তোমার সাথে রঙ্গ করে বলেছিলাম!

www.nagorikpathagar.org

(কাছে এসে চাটুকারের ভঙ্গিতে) জানেন আক্কেল আলী সাহেব, আমাদের বাদশা না সব রকম খাবারের মধ্যে তেলতেলে সুন্দর মুরগি খেতে পছন্দ করেন সবচেয়ে বেশি! আরো পছন্দ করে খাবেন জেনে যে মুরগিটা ছিল এক অত্যন্ত আক্কেলওয়ালা লোকের!

বে-আক্কেল আলীঃ কী আক্কেলওয়ালা, আক্কেল আলী বলছেন আমাকে! আমার নাম বে-আক্কেল আলী। নাম বিকৃত করা আমি মোটেই পছন্দ করি না!

২য় পাহারাদারঃ ঠিক আছে, ঠিক আছে! আমাকে মাফ করবেন, বে-আক্কেল আলী সাহেব! আপনি এবার দয়া করে বাদশার প্রাসাদে প্রবেশ করে আমার মতো সামান্য একজন পাহারাদারকে ধন্য করুন! তবে ধন্য করতে গিয়ে আপনার সাথে আমার প্রথমে যে শর্ত হয়েছে, সেটা কিন্তু ভুলবেন না জনাব! মনে আছে তো শর্তটা? বাদশা যে টাকা কড়ি আপনাকে দেবেন, তার অর্ধেক আপনার, আর বাকি অর্ধেকটা আমার।

বে-আক্কেল ঃ জ্বি পাহারাদার সাহেব, মনে না রেখে কি আমি পার পাবো? (২য় পাহারাদার চলে যায়। বে-আক্কেল আলীর স্বগতোক্তি)

ঃ যা পাবো, অর্ধেক নেবে এক নম্বর পাহারাদার, আর বাকি অর্ধেক নেবে দুই নম্বর পাহারাদার। তাহলে আমার জন্যে কী থাকবে? অ্যাঁ? আমার জন্যে থাকবেটা কী?

যবনিকা পতন

www.nagorikpathagar.org

৩য় দৃশ্য

(রাজ-দরবার। বাদশার সিংহাসন শূন্য। দু পাশের আসন গুলোতে উজির, নাজির, কোটাল ও সভাসদগণ বসে আছেন। পাশে পাত্র মিত্র ও প্রজাদের সাথে দুইজন পাহারাদারের মধ্যে বে-আক্কেল আলী দাঁড়িয়ে আছে। নেপথ্যে নকিবের উচ্চকণ্ঠ শোনা যাবে।

ঃ আমাদের মহা সম্মানিত বাদশা, শাহানশা তকলিফ নিয়ে রাজ-দরবারে তশরীফ রাখছেন! মহান আল্লাহতায়ালা তাঁকে দীর্ঘায়ু দান করুন! মহা মান্যবর শাহান-শা!

(রাজকীয় পোশাক পরিধান করে শাহানশার প্রবেশ। সভাস্থ সকলের দাঁড়িয়ে সম্মান প্রদর্শন। বাদশা সিংহাসনে উপবেশন করে, মৃদু হেসে সবাইকে হাত দিয়ে ইশারা করে বসতে বলেন। সবাই বসলে,

www.nagorikpathagar.org

একজন অমাত্য উঠে এসে শাহানশাকে কুর্নিশ করে সভাসদ ও অন্যান্যদের দিকে তাকিয়ে উচ্চকণ্ঠে)

ঃ উপস্থিত সকল উজির, নাজির, কোটাল, পাত্র-মিত্র, অমাত্য, সভাসদ ও সকল শ্রেণীর প্রজাবর্গ! আমাদের মহানুভব পরম দয়ালু ও ন্যায়পরায়ণ শাহানশা আমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছেন। আপনারা জানেন, প্রতি মাসের পয়লা তারিখে তিনি সবার সামনে এসে তাদের নালিশ, আবেদন নিবেদন, অভাব-অভিযোগ সব শোনেন, বিচার করেন এবং রায় দেন! আপনাদের মধ্যে যারা আজ ফরিয়াদি, আবেদনকারী, অনুরোধকারী বা উপঢৌকন প্রদানকারীরূপে উপস্থিত হয়েছেন, আসুন, নির্ভয়ে এগিয়ে আসুন! এসে যার যা বলবার অকপটে তা বাদশার কাছে বলুন! যার যা উপহার দেবার, প্রদান করুন!

ঘোষণাকারীঃ সভা নীরব! আপনাদের মধ্যে কারো কি কিছু বলবার, চাইবার বা দেবার আছে?

১ম পাহারাদারঃ (বাদশার দিকে বে-আক্কেল আলীকে ঠেলে দিয়ে চাপা কণ্ঠে) যাও! মুরগিটা দাও! আর দুই থলে ভরতি মোহর চাও!

২য় পাহারাদারঃ (বে-আক্কেল আলীকে আরো একটু ঠেলে দিয়ে নিচু স্বরে) এ্যাই, যাওনা! মুরগিটা দিয়ে এক শ তোলা সোনা চাও না!

(উজির, নাজির, ঘোষক-সভাস্থ সকলেই ঔৎসৌক্যের সাথে বে-আক্কেল আলী ও পাহারাদার দু জনকে লক্ষ্য করেন।)

একজন অমাত্যঃ বালক, তুমি কি মহামান্য বাদশার সাথে কোনো কথা বলতে চাও?

১ম পাহারাদারঃ (খুব আগ্রহের সাথে) জ্বি হুজুর, ও কথা বলতে চায়!

২য় পাহারাদারঃ (তেমনি আগ্রহে) কথা বলবার জন্যই আমরা ওকে হুজুর রাজপ্রাসাদে ঢুকতে অনুমতি দিয়েছি।

www.nagorikpathagar.org

অমাত্য (নরম স্বরে)ঃ তুমি কী কথা বলতে চাও বালক? বলো!

বে-আক্কেল আলীঃ জ্বি জনাব, আমি মহামান্য শাহানশাকে একটি উপহার দিতে চাই! এই বাক্সে সেটি আছে। তিনি দয়া করে এই উপহারটি গ্রহণ করলে আমি খুবই বাধিত হবো। (বে-আক্কেল আলী বাক্সটার ডালা খুলবে। অমাত্য সেটা দেখে খুবই উচ্ছ্বসিত হবেন)।

অমাত্যঃ অদ্ভুত সুন্দর একটি মুরগি! শাহানশাকে দেবার মতো খুবই উপযুক্ত একটি উপহার! (বাদশাও বাক্সটার দিকে ঝুঁকে দেখেন। দেখে বলেন)ঃ বাঃ! চমৎকার মুরগিটতো! বহু বছর এমন সুন্দর মুরগি আমার জন্য কেউ আনে নি! এমনটিই আমি চাচ্ছিলাম! আজ দুপুরে পাশের রাজ্যের আমার বন্ধু-বাদশা আমার মেহমান হচ্ছেন। ঠিক সময়েই এই চমৎকার মুরগিটা পাওয়া গেল!

www.nagorikpathagar.org

(অমাত্যের দিকে তাকিয়ে) আপনি এটি এখনই আমার খাস বাবুর্চির কাছে পাঠিয়ে দিন! আজ দুপুরে মেহমানের সামনে সুস্বাদু ও মজার করে রান্নার পর যেন পরিবেশন করা হয়।

অমাত্যঃ জ্বি শাহানশা! আমি এখনই সব ব্যবস্থা করছি। (একজন এসে বাক্সটি নিয়ে ভেতরে চলে যায়।)

অমাত্য (উচ্চৈঃস্বরে)ঃ আর কারো কিছু দেয়ার বা বলবার আছে কি? সভা নীরব।

অমাত্যঃ যদি কারো কিছু বলবার না থাকে, তবে আপনারা আর কষ্ট করে অপেক্ষা করবেন না। মহামান্য শাহানশার আন্তরিক দোয়া নিয়ে ঘরে ফিরে যান! (উজির, নাজির, কোটাল, অমাত্য সভাসদ, দুইজন পাহারাদার ও বে-আক্কেল আলী ছাড়া অন্যান্য সকলের প্রস্থান।)

শাহানশাঃ (বে-আক্কেল আলীর প্রতি) ওহে সুবোধ বালক, তোমার এই সুন্দর উপহার পেয়ে আমি সত্যই প্রীত হয়েছি! তোমাকে আমি খুশি হয়ে কিছু দিতে চাই। নিঃসংকোচে বলো, কী পেলে তুমি খুশি হবে?

(বে-আক্কেল আলী তখন নতজানু হয়ে বসে আছে। তার দু দিকের

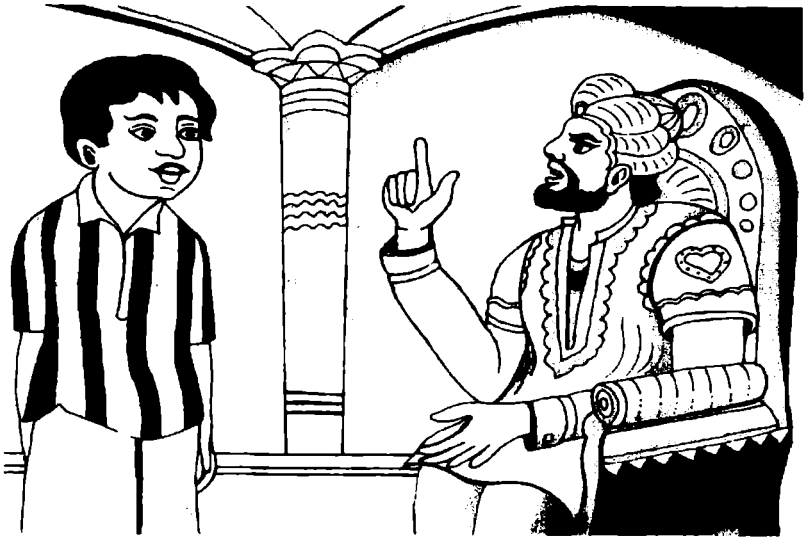

www.nagorikpathagar.org

দুই পাহারাদারদের দিকে এক নজর তাকিয়ে তারপর বাদশার দিকে ফিরে)

ঃ সম্মানিত মহান শাহানশা, আমি যা চাই, তা বলতে আমার খুবই সংকোচ বোধ হচ্ছে!

বাদশাঃ সংকোচের কী আছে বালক? বলো, বলো, তোমার বয়সী বালকেরা তো প্রচুর টাকা পয়সা পেলেই খুশি হয়।

(দুই পাহারাদারের বত্রিশপাটি দাঁত বের হয়ে পড়ে। খুশিতে তারা মাথা দোলাতে থাকে।)

বে-আক্কেলঃ (বিনীতভাবে) মহানুভব শাহানশা! আমি টাকা পয়সা, মণি-মানিক, রত্ন, মোহর কিছুই চাই না। এসবে আমার প্রয়োজনও নেই!

(পাহারাদার দু জনের ক্রোধের মুখভঙ্গি।)

বাদশাঃ (অত্যাধিক বিস্ময়ে) কী বলছ তুমি বালক! আমি জীবনে এই প্রথম শুনলাম যে, কেউ বাদশার কাছ থেকে প্রচুর ধন-রত্ন পেয়েও কিছুই সে নিতে চায় না! তুমি কি সত্যি সত্যিই ওসব নিতে চাচ্ছ না?

বে-আক্কেলঃ সত্যি বলছি বাদশা নামদার, সত্যি আমি এসব চাইনা। আমি চাই –

বাদশাঃ হ্যাঁ, বলো, বলো! তুমি কী চাও!

বে-আক্কেল ঃ আমি চাই, আপনি একটা খুব শক্ত উত্তম-মধ্যম অর্থাৎ আচ্ছাসে একটা পিটুনির ব্যবস্থা করেন!

(সভায় যারা তখন উপস্থিত ছিল, তাদের সকলেরই চোখ অত্যধিক বিস্ময়ে বিস্ফারিত হয়। তাদের মধ্যে অবিশ্বাসের মৃদু গুঞ্জন ওঠে। তারা সবাই এই অবিশ্বাস্য চাহিদার ব্যাপারটা নিয়ে ফিসফিসিয়ে কথা বলে। (১ম পাহারাদারের ভঙ্গিতে বোঝা যাবে যে সে ছেলেটাকে মাথা খারাপ হয়ে গেছে বলে ভাবছে। ভেবে সে সভাস্থ সবার দৃষ্টি এড়িয়ে নিজের কপাল চাপড়াচ্ছে। ২য় পাহারাদার সভাসদদের

www.nagorikpathagar.org

চোখে যেন না পড়ে সেইভাবে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে বে-আক্কেল আলীকে ঘুষি দেখাচ্ছে ও লাঠি তুলে দেখাচ্ছে)।

বাদশা (খুবই অবাক হয়ে)ঃ আমি কি নিজের কানে এই বালকের স্বর শুনছি? বালক, সত্যিই কি তুমি শুধু একটা উত্তম-মধ্যমের ব্যবস্থা চাচ্ছ?

বে-আক্কেলঃ জ্বি শাহানশা! আমি সত্যি সত্যিই একটা শক্ত ধরনের উত্তম-মধ্যমের ব্যবস্থা করার জন্য অনুরোধ করছি!

বাদশাঃ ওহে ভদ্র বালক, এ তোমার এক অস্বাভাবিক ও অদ্ভুত অনুরোধ! আমি তোমার এ ধরনের অনুরোধ–

বে-আক্কেল আলীঃ না, না, দোহাই হুজুর! আমার এ অনুরোধ আপনি বাতিল করে দেবেন না!

বাদশাঃ বাতিল করে দেবো না! তবে সত্যই বেদম প্রহারই চাও?

www.nagorikpathagar.org

বে-আক্কেলঃ জ্বি জাহাপনা, বেদম প্রহার ! খুব শক্ত রকমের প্রহারের ব্যবস্থা আপনি করুন! তাই আমি চাই।

বাদশাঃ ঠিক আছে! তুমি যখন এই অদ্ভুত উপহারের জন্য কাকুতি-মিনতি করছ, কী আর করি? তোমার জন্য আমি সেরকম ব্যবস্থাই করছি!

(অমাত্যের দিকে ফিরে) আপনি তাহলে রাজ-লাঠিয়ালকে ডাকুন!

অমাত্য (উচ্চঃ স্বরে)ঃ রাজ-লাঠিয়াল!

(একজন বেশ মোটা তাগড়া-লাঠিয়াল একটা শক্ত লাঠি হাতে স্টেজে ঢুকবে।

তার পরনে কালো পাজামা ও গায়ে লাল ফতুয়া। ঝাঁকড়া চুলে লাল পট্টি বাঁধা। গলায় বড় এক মাদুলি)

বাদশা (লাঠিয়ালের প্রতি)ঃ এই বালককে তুমি শাস্তিঘরে নিয়ে যাও! নিয়ে শক্ত করে কয়েক ঘা লাগিয়ে বিদায় কর, যাও!

www.nagorikpathagar.org

(লাঠিয়াল বে-আক্কেল আলীকে ধরে নিতে এগিয়ে আসে। বে-আক্কেল আলী তাকে অবজ্ঞা ভরে ঠেলে দিতে দিতে বাদশার দিকে তাকিয়ে)

ঃ হুজুর, শাহানশা, বাদশা! এই ব্যাপারে আমার একটা ছোট্ট নিবেদন আছে জাঁহাপনা!

বাদশা (বিরক্তির সাথে)ঃ লাঠিয়াল, একটু থামো তো!

(লাঠিয়াল একটু সরে দাঁড়ায়। বে-আক্কেল আলী বাদশার সামনে এসে নতজানু হয়)।

বাদশা (অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে)। দেখ ছোকরা, এটা রাজ-দরবার! রঙ্গ-তামাশা করবার জায়গা নয়! তোমার মতো একটা ফচকে ছোকরার সাথে নষ্ট করবার মতো-সময় আমার নেই, বুঝলে? তা বলো, তাড়াতাড়ি বলো, তুমি কি তোমার মত বদলেছ? বদলে এখন কী চাচ্ছ তুমি ? বাস, এখন যা চাইবে, তাই তোমাকে দেয়া হবে! মনে রেখো, এবারের কথার কোনো নড়চড় হবেন না!

বে-আক্কেল আলীঃ জ্বি না জাঁহাপনা! আমি আমার মত একটুও বদলাই নি। উপহারের ব্যাপারে আমি আমার আগের চাওয়া উপহারটাই চাই!

বাদশা ঃ তাহলে আর ভড়ং করার কী প্রয়োজন?

বে-আক্কেল (খুব নরম স্বরে) ঃ উপহারটা আমি নিজের জন্য চাই না জাহাপনা!

বাদশা (রাগত স্বরে)ঃ আবারও ফচকামো!

বে-আক্কেল আলী (জিব কেটে, অত্যধিক নুয়ে কুর্নিশ করে)ঃ তওবা! তওবা! মহামান্য শাহনশা বাদশা! আমার কোনো গোস্তাকি হলে মাফ করে দেবেন! আপনার সাথে এত বড় বেয়াদবি করবে এই আমার মতো এক অধম বান্দা, এ কি কখনো হতে পারে? এ হলে, আপনি অবশ্যই আমার এ গর্দানটা কেটে নেবেন! অনুমতি যখন দিয়েছেন, তা হলে শুনুন জাঁহাপনা।

www.nagorikpathagar.org

বাদশা (নরম হয়ে)ঃ বলো, সব খুলে বলো! সব না শুনে আমি বিচার করতে পারছি না!

বে-আক্কেল আলীঃ জাঁহাপনা আপনাকে সামান্য একটা উপহার দিয়ে আপনার অনুগ্রহের দানটা আমারই পাওনা ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় জাঁহাপনা, সেটা নিজে গ্রহণ করার মতো সৌভাগ্য আমার হলো না।

বাদশাঃ কেন? হেঁয়ালিপনা না করে স্পষ্ট করে বলো!

বে-আক্কেলঃ জ্বি, বলছি জাঁহাপনা! আপনার সাথে দেখা করবার আগে রাজপ্রাসাদের ও রাজদরবারের দুই ফটকের পাহারাদারদের কাছে আমাকে প্রতিজ্ঞা করতে হয় যে, যা কিছু আপনি আমাকে দেবেন, তাদের দু জনকে তা অর্ধেক অর্ধেক করে দিয়ে দিতে হবে। তা না হলে তারা আমাকে এখানে কিছুতেই ঢুকতে দেবে না ! জাঁহাপনা ! আধা আধি করে তাদের দু জনকে সবটা দিয়ে দেবার শর্ত করে তবে আমি এখানে ঢুকতে পেরেছি। অথচ জাঁহাপনা, আমি জানতাম, আজকের দিনে আপনার সাথে যে কেউ দেখা করতে চায়, কারো সাথে কোনো রকম শর্ত বা চুক্তি না করেই সে দেখা করতে পারে।

বাদশা (সব বুঝতে পেরে)ঃ অ বুঝেছি! এই তাহলে আসল ঘটনা? (পাহারাদারদের দিকে তাকাতেই তারা থরথর করে কাঁপতে থাকে। কাঁপতে কাঁপতেই ওরা বে-আক্কেল আলীর দিকে তাকিয়ে ভ্রুকুটি করে, অত্যন্ত ক্রুদ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে।)

বে-আক্কেলঃ তাহলে জাঁহাপনা, আপনার দেয়া আমার পাওনাটা আর আমার থাকে না। এদের—এই দু জন পাহারাদারকে সমানভাবে ভাগ করে তা দিতেই হবে! কেন না আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ!

বাদশা (মৃদু হেসে) হ্যাঁ বালক, আমার কাছে এবার সব দিনের আলোর মতো পরিষ্কার! (লাঠিয়ালের দিকে ফিরে) এই যে লেঠেল! যাও, এই দু টাকে ধরে নিয়ে যাও! গিয়ে ওদের পাওনা সমান সমান বুঝিয়ে দাও! (লাঠিয়াল ও তার সাথে অন্য দু জন এসে

www.nagorikpathagar.org

পাহারাদারদের ঠেলে বাইরে নিয়ে যেতে থাকে। দরবারে একটা হাসির রোল ওঠে।)

বাদশাঃ আজ সভা ভঙ্গ! রাজরক্ষী দু জন ছাড়া আপনারা সবাই যে যার বাড়ি চলে যেতে পারেন ! আমি এই বালকের সাথে দু চারটে কথা বলব। (দু জন রাজরক্ষী ছাড়া সকলের প্রস্থান। বে-আক্কেল আলী তখনো নত মুখে দাঁড়িয়ে।)

বাদশা (বে-আক্কেল আলীর কাছে এসে)ঃ তোমার নাম কী বালক?

বে-আক্কেলঃ জ্বি, আমার নাম বে-আক্কেল আলী জাঁহাপনা!

বাদশাঃ বে-আক্কেল ? এটা কি তোমার আসল নাম? কে তোমার এ নাম রেখেছে?

ব-আক্কেলঃ জ্বি, জাঁহাপনা, আমার আসল নাম ছিল আক্কেল আলী। আব্বা আম্মাই প্রথমে আমার এ নাম রেখেছিলেন। পরে তাঁরাই

www.nagorikpathagar.org

আবার ওই নামের আগে একটা বে যোগ করে ডাকতে শুরু করলেন বে-আক্কেল আলী।

বাদশাঃ কেন? কেন? তাঁরা তোমাকে বুদ্ধিমান নাম দিয়ে পরে আবার বোকা বলে ডাকতে শুরু করলেন কেন? তুমি কি খুব বেশি রকমের কোনো বোকামো করে ফেলেছিলে?

বে-আক্কেল আলীঃ জ্বি না জাঁহাপনা, আমি কোনো রকম বোকামো আগে বা পরে কোনো সময়ই করি নি।

বাদশাঃ তাহলে?

বে-আক্কেল ঃ আসলে হয়েছে কী জাঁহাপনা, আমার নামের পেছনে একটা কিসসা আছে। যদি অনুমতি দেন তো বলি।

বাদশাঃ নিশ্চয়ই ! নিশ্চয়ই! তোমাকে কিছু বলতে দেবার জন্যই তো আমি দরবারে রয়ে গেছি!

বে-আক্কেলঃ কিসসাটা হলো জাঁহাপনা, আমার আব্বা ও আম্মা আমার প্রথম বড় দুই ভাইয়ের চমৎকার দুটো আরবি নাম রেখেছিলেন- আলীম ও আল্লাম। নাম দুটোর মানে তো আপনি ভাল করেই জানেন! আলীম হলোগ্যে মহাজ্ঞানী ও আল্লামের মানে হলো বিজ্ঞ। আব্বা-আম্মা লেখাপড়া জানতেন না। তাঁদের দুই ছেলে বিদ্বান হবে, জ্ঞানী হবে, এই ভেবে তাঁরা তাদের ওই দুটো নাম রেখেছিলেন। কিন্তু খুবই দুঃখের কথা, পাঁচ-ছ বছর বয়সের সময় ওরা দু জনেই গুলাওঠা রোগে মারা যায়! বাদশা (আক্ষেপসূচক শব্দ করে)ঃ আহারে!

বে-আক্কেল ঃ এরপর আমরা পর পর আরো তিন ভাই জন্মগ্রহণ করি। আকিকার সময় মওলানা সাহেবরা আমাদের তিন ভাইয়ের নাম ঠিক করে দিয়েছিলেন- সুলতান আলী, মালেক আলী ও আক্কেল আলী! কিন্তু আমাদের আব্বা আম্মা তিনটি নামই বদলে দিলেন। রাখলেন, মিসকিন আলী, ফকির আলী এবং আমার নামের সামনে একটা বে বসিয়ে নামকরণ করলেন বে-আক্কেল আলী। তাঁরা

www.nagorikpathagar.org

বললেন, আমাদের চাষাভুষা ও অশিক্ষিতদের ঘরে ওসব শাহী নাম মানায় না, পোষায়ও না! এই হলো জাঁহাপনা, আমার ও আমার ভাইদের নামের কিসসা-কাহিনী।

বাদশাঃ সব শুনলাম আক্কেল আলী! সব শুনলাম ও তোমাকেও বুঝলাম।

বে-আক্কেলঃ (ভয়ে ভয়ে) আমার বেয়াদবি মাফ করবেন। আপনি আমাকে কী বুঝলেন জাঁহাপনা? আমি কোনো অন্যায় করেছি ? সেজন্যে আপনি আমাকে শাস্তি দেবেন?

বাদশা (কপট গাম্ভীর্যেঃ নিশ্চয়ই দেবো!

বে-আক্কেল (ভীত ও বিনীত স্বরে) ঃ কী শাস্তি জাঁহাপনা? আমি তা মাথা পেতে নেবো!

বাদশা (কৌতুকের স্বরে)ঃ তাহলে তুমি আমার পাশে এই কুরসিটাতে এসে বসো!

বে-আক্কেল (স্বগতোক্তি)ঃ কী আশ্চর্য! এই কুরসিটা তো বাদশার প্রধান পরামর্শদাতার! তিনি আমাকে তাঁর প্রধান পরামর্শদাতার আসনটি দিতে চাচ্ছেন! (অভিনয় করে সরবে)

ঃ তা জাঁহাপনা, ওই চেয়ারটা কেমন আমি কি একটু দেখে নিতে পারি? ওরকম শাহী চেয়ারে কোনোদিন বসি নি কি না!

বাদশাঃ অবশ্যই দেখতে পারো!

বে-আক্কেলঃ বসব জাঁহাপনা! আপনি যখন আদেশ করেছেন, তখন নিশ্চয়ই বসব! না বসে কি পারি? তবে একটা অনুরোধ—

বাদশাঃ আবারও অনুরোধ?

বে-আক্কেলঃ ওই চেয়ারে আমাকে একবার বসালে, আর উঠে যেতে আদেশ করবেন না দয়া করে!

বাদশা (হাসতে হাসতে)ঃ ঠিক আছে, ঠিক আছে! পাকাপোক্ত কথাটা আমার নিজের মুখ থেকে বের করে নিচ্ছ হে আক্কেলয়ালা বালক!

www.nagorikpathagar.org

(বে-আক্কেল আলী এসে চেয়ারে বসে। বাদশা একজন দেহরক্ষীকে চুপিচুপি কী যেন বলেন। রক্ষী হাসি মুখে কুর্নিশ করে ভেতরে চলে যায়। ফেরে একজন অমাত্য ও একজন নকিবকে সাথে নিয়ে। অমাত্যের হাতে জরি ও মুক্তাখচিত একটা সুন্দর পাগড়ি। বাদশা সেটা নিজের হাতে তুলে নেন। বাইরে একটা ঘন্টাধ্বনি হতে থাকে। দরবারগৃহ উজির, নাজির, অমাত্য, পরিষদ ও গণ্যমান্য লোকে ভরে যায়। বাদশা পাগড়িটা বে-আক্কেল আলীর মাথায় পরিয়ে দেন। বলেন,

ঃ আজ থেকে তুমি আমার প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে বহাল হলে আক্কেল আলী!

বে-আক্কেল (অত্যন্ত বিনীতভাবে কুর্নিশ করে)ঃ আমি আপনার দেয়া এ পদ মাথা পেতে গ্রহণ করলাম। কিন্তু জাঁহাপনা, আমার নাম –

www.nagorikpathagar.org

বাদশা (হেসে)ঃ হ্যাঁ তোমার আসল নামটাই এখন থেকে চালু হবে আক্কেল আলী!

নকিবের (ঘোষণা)ঃ সবাই জেনে রাখুন, আজ থেকে আমাদের বাদশা শাহানশার প্রধান উপদেষ্টা হিসাবে নিযুক্ত হলেন অত্যন্ত বুদ্ধিমান, জ্ঞানী একজন ব্যক্তি - জনাব আক্কেল আলী।

উপস্থিত সমবেত সকলে (উচ্চৈঃস্বরে)ঃ মহান শাহানশা জিন্দাবাদ! জনাব আক্কেল আলী জিন্দাবাদ!

প্রধান উজির (দাঁড়িয়ে উচ্চৈঃস্বরে)ঃ (দুইবার) রাজ্য থেকে ঠগ আর দুষ্টলোক নিপাত যাক!

সকলে সমবেত ভাবে (উচ্চৈঃস্বরে) নিপাত যাক! নিপাত যাক!

প্রধান উজির (উচ্চৈঃস্বরে)ঃ সবার মাঝে জাগ্রত হোক-নীতিবোধ! নীতিবোধ! সংলোকেরা দেশে থাকবে! সৎবুদ্ধির জয় হবে!

সকলে সমবেত ভাবে উচ্চৈঃস্বরেঃ সৎলোকেরা দেশে থাকবে, সৎবুদ্ধির জয় হবে ! (দুইবার)।

॥ যবনিকা পতন॥

www.nagorikpathagar.org

Estd-1949

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিমিটেড
চট্টগ্রাম অফিস ঃ নিয়াজ মঞ্জিল, ৯২২, জুবিলী রোড, চট্টগ্রাম, ফোন ঃ ৬৩৭৫২৩
ঢাকা অফিস ঃ ১২৫, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০, ফোন ঃ ৯৫৬৯২০১

www.nagorikpathagar.org